গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৯.৯৯.১২২.১৯-৪৯৫

তারিখ: ১২ কার্তিক ১৪৩২ / ২৮ অক্টোবর ২০২৫

বিষয়: "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৫"অনুমোদন।

সূত্র: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের স্মারক নং-ইউজিসি/প্রশা:/লিগ্যাল/২৫৩(১)/২০২৫/২৮৬৪, তারিখ: ০৬.১০.২০২৫।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৫" সদয় অনুমোদিত হয়েছে।

২.০ এমতাবস্থায়, অনুমোদিত বিধিমালার ০১ (এক) প্রস্থ পরবর্তী কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: অনুমোদিত বিধিমালা [২১ (একুশ পৃষ্ঠা)]।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

২৮/১০/২০২৫

(নাঈমা খন্দকার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ০২৫৫১০০৬১৪
ই-মেইল: ds_univ1@moedu.gov.bd

ভাইস-চ্যান্সেলর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৯.৯৯.১২২.১৯-৪৯৫/১(০৭)

তারিখ: ১২ কার্তিক ১৪৩২ / ২৮ অক্টোবর ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরোবাংলা নগর আগারগাঁও, ঢাকা
০২. অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
০৩. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৪. সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৫. উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (উল্লিখিত বিধিমালাটি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
০৬. রেজিস্ট্রার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
০৭. অফিস কপি।

২৮/১০/২০২৫

(নাঈমা খন্দকার)
সিনিয়র সহকারী সচিব

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৫

(জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫ এর ধারা ৩৭ এর দফা (ড) ও (ঢ) দফা এবং ৩৮ নং ধারা দ্রষ্টব্য)

প্রস্তাবনা

যেহেতু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ গঠন করা প্রয়োজন ও সমীচীন সেহেতু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫ এর ধারা নং ৩৭ এর দফা (ড) ও (ঢ) এবং ৩৮ নং ধারা অনুযায়ী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ গঠনকল্পে এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হইলো

প্রথম ভাগ
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।– (১) অত্র বিধিমালাটি, **"জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৫"** নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালাটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর মহামান্য আচার্যের অনুমোদন লাভের পর কার্যকর হইবে।

(৩) এই বিধিমালাটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষার্থীদের সংসদসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।–(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "আইন" অর্থ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫,

(খ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, নির্বাহী বিভাগ, এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত এবং বিশ্ববিদ্যালয় এর সিন্ডিকেট,

(গ) "কার্যনির্বাহী কমিটি" অর্থ হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটি,

(ঘ) "কার্যনির্বাহী সদস্য" অর্থ হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য,

(ঙ) "কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ" অর্থ এই বিধিমালার ২য় ভাগের বিধি অনুসারে গঠিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ,

(চ) "গঠনতন্ত্র" অর্থ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র,

(ছ) "নির্বাহী কমিটি" অর্থ এই বিধিমালার অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটি,

(জ) "নির্বাহী সদস্য" অর্থ এই বিধিমালার অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ এর নির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্যগণ যারা কোনো বিভাগীয় সম্পাদক নন,

(ঝ) "নিয়মিত শিক্ষার্থী" অর্থ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর সেই সকল শিক্ষার্থী যারা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্নাতক প্রোগ্রামের ১ম বর্ষ ১ম সেমিষ্টারে ভর্তি হইয়া স্নাতক পর্যায়ের যে কোনো বর্ষে অধ্যয়নরত অথবা স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত,

(ঞ) "পদধারী" অর্থ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর "কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ" এর নির্বাহী কমিটি ও "হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ" এর কার্যনির্বাহী কমিটিগুলোর সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদক,

(ট) "বিধি", "উপ-বিধি" ও "দফা" অর্থ যথাক্রমে এই বিধিমালার কোনো বিধি, উপবিধি এবং দফা,

(ঠ) "হল শিক্ষার্থী সংসদ" অর্থ এই বিধিমালার ৩য় ভাগের বিধি অনুসারে গঠিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলের নামানুসারে গঠিত হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ।

(২) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫ এ উল্লিখিত শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহ উক্ত আইনে যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে উল্লিখিত শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহ অত্র বিধিমালাতেও একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

(৩) এই বিধিমালার ২য় ভাগ হইবে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র।

(৪) এই বিধিমালার ৩য় ভাগ হইবে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র।

দ্বিতীয় ভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র

প্রথম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ

১। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নাম।— জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নাম হইবে "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ"।

২। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।— কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

(ক) ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ ও প্রচার করা এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জাতীয় ঐক্যের চেতনাকে দৃঢ় করা।

(খ) সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এই তিনটি মূলনীতিকে ধারণ ও লালন করা।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, ইনস্টিটিউট, হল এবং হোস্টেলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমের চর্চা ও বিকাশ ঘটানো এবং শিক্ষার্থী-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

(ঘ) শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একাডেমিক উৎকর্ষতা অর্জন ও সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সর্বোপরি শিক্ষা ও গবেষণার গুণগতমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

(ঙ) শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়িয়া তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে ভূমিকা রাখা।

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের (যদি থাকে) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষামূলক ও সাংগঠনিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; পাশাপাশি দেশ-বিদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার প্রকাশ, পারস্পরিক সহনশীলতা এবং তার চর্চার পরিবেশ তৈরি করা।

(জ) বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীসহ দেশ-বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি এবং তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধনকে উৎসাহিত করা।

৩. কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যাবলি।- কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যাবলি নিম্নরূপ-

(ক) শিক্ষার্থীদের জন্য কমনরুমের ব্যবস্থা করা, যেখানে ইনডোর গেমস, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও পাঠসামগ্রীর ব্যবস্থা থাকিবে।

(খ) বিনোদন ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(গ) শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য বুলেটিন, ম্যাগাজিন, নিউজলেটার বা অন্যান্য প্রকাশনা বছরে অন্ততঃ একবার প্রকাশ করা। শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা ও ক্যারিয়ার মেলার আয়োজন করা। শিক্ষার্থী, লেখক, শিল্পী ও সাংবাদিকদের মত প্রকাশের জন্য যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(ঘ) বিতর্ক, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিক্ষামূলক বক্তৃতার আয়োজন করা। আন্তঃবিভাগ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, প্রবন্ধ রচনা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিক্ষা সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা। এছাড়া, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানাইয়া যৌথ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করা।

(চ) সামাজিক সেবার চেতনা গড়ে তুলতে কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। যেমন-কমিউনিটি পরিষেবা, মেডিকেল ক্যাম্প, পরিবেশগত সচেতনতা কার্যক্রম ইত্যাদি। সদস্যদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কল্যাণমূলক বক্তৃতা, প্রদর্শনী ও সেমিনারের আয়োজন করা।

(ছ) সদস্যদের নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা, যাহাতে তাহারা সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারে।

(জ) বিশিষ্ট পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য অতিথি বক্তৃতা, পরামর্শমূলক কর্মসূচি ও নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের আয়োজন করা।

(ঝ) সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত উদযাপনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য সৃষ্টি করা। বিভিন্ন জাতিগত ও সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য সংসদের সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(ঞ) শিক্ষার্থীদের সকল কার্যক্রমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এবং সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী থেকে আসা শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা।

(ট) শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও আগ্রহের ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে এই বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সদস্য হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।— **(১)** "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়" এর স্নাতক ১ম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্নাতক প্রোগ্রামের ১ম বর্ষ ১ম সেমিষ্টারে ভর্তি হইয়া স্নাতক পর্যায়ের কোনো বর্ষে অধ্যয়নরত অথবা স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত যে কোনো নিয়মিত শিক্ষার্থী উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ এর সদস্য হইবার ও সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়" এর নিম্নবর্ণিত শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ এর সদস্য হইবার ও সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যথাঃ

(ক) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সান্ধ্যকালীন কোর্স যথাঃ- এমবিএ, ইএমবিএ, এমএড, অথবা কোনো পেশাদার/নির্বাহী বা বিশেষ মাস্টার্স কোর্স, অথবা এমফিল ও পিএইচডি বা সমমানের কোর্সসমূহ, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সসমূহ, ভাষা কোর্সসহ এ ধরণের অন্যান্য কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা,

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইন অনুসারে নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংগঠনের সদস্য,

(গ) শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বহিস্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী,

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কোনো কলেজ বা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী।

(৩) অত্র বিধির (১) নং উপ-বিধিতে উল্লিখিত শর্ত পূরণকারী সকল নিয়মিত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হইবার যোগ্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৪) কোনো নিয়মিত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহিস্কৃত হইলে, বা তাহার নাম কর্তন করা হইলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে তাহার নিবন্ধন বাতিল করা হইলে বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে তাহার শিক্ষাজীবনের অবসান হইলে তিনি আর অত্র সংসদের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে শিক্ষার্থী-জীবনের অবসান হইবার পরেও নির্বাহী কমিটির কোনো শিক্ষার্থী-সদস্য ঐ কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটি

৫। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটি।— (১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সকল কার্যক্রম আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্ব (২) নং উপ-বিধি অনুসারে ২৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, পরিবহণ সম্পাদক, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক, পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক এবং ০৭ জন নির্বাহী সদস্যের সমন্বয়ে। নির্বাহী সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা তাহাদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পদাধিকার বলে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ হইবেন। নির্বাহী কমিটির বাকি সকল সদস্য সংসদের সদস্যদের মধ্য হইতে তাহাদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।

(৪) নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকমিটি গঠন করিতে পারিবে। কমিটির ০৭ জন নির্বাহী সদস্য পালাক্রমে বিভিন্ন উপকমিটির সভাপতি হইবেন। উল্লিখিত সভাপতি উপকমিটির কার্যক্রম নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(৫) নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে কমিটি কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণের দিন হইতে ৩৬৫ দিন। উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বের ৪৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। তবে অনিবার্যকারণে যদি নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে নির্বাচিত ব্যক্তিরা তাহাদের মেয়াদান্তে সর্বোচ্চ ৬০ দিন অথবা নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যেটি পূর্বে শেষ হইবে সেই সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন, এরপরে কেন্দ্রীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

(৬) নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ছাড়া নির্বাহী কমিটির কোনো পদধারী তাহার অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যতীত কোনো অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।

(৭) কেন্দ্রীয় সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীদের পদায়ন, ছুটি মঞ্জুর এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী কমিটি সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

৬। নির্বাহী কমিটির পদধারীদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী।—(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি-

(ক) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভা ও নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ পরিচালনায় নির্ধারিত নিয়ম-কানুন অনুসরণ নিশ্চিত করিবেন।

(গ) জরুরি অবস্থা, অচলাবস্থা বা গঠনতন্ত্র ভঙ্গের মতো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(ঘ) সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে যেকোনো মেয়াদের জন্য কেন্দ্রীয় সংসদের কার্যক্রম স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কোষাধ্যক্ষ-

(ক) সংসদের তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকিবেন। তিনি নিশ্চিত করিবেন যেন বাজেটের নীতি বহির্ভূত কোনো ব্যয় না হয়। তিনি ১৮ নং বিধিতে বর্ণিত তহবিল সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করিবেন।

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সভাপতি-

(ক) সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) সংসদের সকল কার্যক্রম সমন্বয় করিবেন।

(গ) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের সাথে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করিবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদক-

(ক) সভাপতির অনুমতিক্রমে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ এর সাধারণ সভা ও নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করিবেন এবং নির্বাহী কমিটির সকল সভা ও কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভাসহ অন্যান্য সকল সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করিবেন। ।

(খ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের পক্ষ থেকে সকল যোগাযোগ পরিচালনা করিবেন।

(গ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সম্পত্তির দায়িত্বে থাকিবেন এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের যাবতীয় হিসাব যথাযথ ক্রমানুসারে সংরক্ষণ করিবেন ও কোষাধ্যক্ষকে অর্থ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

(ঘ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের বাৎসরিক ও খণ্ডকালীন কর্মসূচির জন্য বাজেটের খসড়া তৈরি করিবেন এবং অর্থনৈতিক প্রস্তাবসমূহ প্রস্তুত করিয়া কোষাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করিবেন।

(ঙ) বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দের পরামর্শক্রমে তাহাদের সহযোগিতায় প্রত্যেক প্রকল্প, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষাসফর ইত্যাদির জন্য আয়ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত করিবেন এবং ব্যয়ের রেকর্ড সংগ্রহ ও উপস্থাপন করিবেন।

(৫) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক-

(ক) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যাবলি পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদককে সার্বিক সহায়তা করিবেন।

(খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) সভাপতি ও নির্বাহী কমিটি প্রদত্ত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করিবেন।

(৬) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক-

(ক) ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ১৯৪৭ সনের দেশভাগ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ এর গণআন্দোলন, ২০২৪ এর ছাত্রজনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করিবেন।

(খ) এতসংক্রান্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, বিতর্ক, প্রদর্শনী এবং প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন।

(গ) মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বিষয়ক গবেষণা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করিবেন।

(ঘ) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

(৭) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক-

(ক) শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম প্রসারের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা প্রশিক্ষণ, নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করিবেন।

(খ) শিক্ষার্থীদের দ্বারা রচিত প্রবন্ধ সংকলন করিয়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা সম্পাদিত ন্যূনতম একটি সাময়িকী প্রতি বছর প্রকাশ করিবেন।

(গ) শিক্ষার্থীদের দ্বারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(৮) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, বিজ্ঞান মেলা আয়োজন এবং বুলেটিন ও জার্নাল প্রকাশনাসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, সফটওয়্যার ও অ্যাপস তৈরির প্রতিযোগিতা আয়োজন করিবেন।

(৯) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক-

(ক) ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(খ) জনস্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(১০) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক-

(ক) শিক্ষার্থীদের জন্য সাংবিধানিক আইন, মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক আইনসহ একজন সুনাগরিক হিসাবে জানা প্রয়োজন এমন দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় আইন বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(খ) শিক্ষার্থীদের চিন্তা, বিবেক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ অন্যান্য মানবাধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(১১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক-

(ক) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে বিভিন্ন দেশের সরকার, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করিবেন।

(খ) দেশ ও দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবেন এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজনের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১২) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক-

(ক) সংসদের বিতর্ক ও অন্যান্য সাহিত্য কার্যক্রমের দায়িত্বে থাকিবেন এবং সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করিবেন।

(খ) প্রতি বছর অন্তত একবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) আন্তবিভাগ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করিবেন।

(ঘ) সাহিত্য পত্রিকা, সাময়িকী, দেয়ালিকা ইত্যাদি প্রকাশ করিবেন।

(১৩) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক-

(ক) শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা এবং বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন।

(খ) নিয়মিত খেলাধুলা অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার জন্য বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং তা সংসদের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্বাহী কমিটির কাছে উপস্থাপন করিবেন।

(১৪) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের পরিবহণ সম্পাদক-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহণ কমিটির তত্ত্বাবধানে কাজ করিবেন।

(খ) তিনি অনুমোদিত রুটে শিক্ষার্থীদের পরিবহণ পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবেন।

(১৫) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক-

(ক) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে অভিগম্যতা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণসহ তাহাদের সার্বিক কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(খ) জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখিবেন ও শিক্ষার্থীদের জীবনমান উন্নয়নে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(গ) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ কর্তৃক পরিচালিত আনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (যদি থাকে) তদারকি করিবেন এবং নির্বাহী কমিটির নির্দেশনা অনুসারে অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(১৬) কেন্দ্রীয় সংসদের পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের পরিবেশ উন্নত করা, প্রয়োজনীয় প্রস্তুক ও রিসোর্স সংগ্রহে পদক্ষেপ নেওয়া, শিক্ষার্থীদের পাঠাগার ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া এবং পাঠাগারের সেবাকে আরো সহজলভ্য ও যুগোপযোগী করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিককে সহায়তা করিবেন।

(খ) শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা ও পাঠচক্রের আয়োজন করিবেন এবং এইসব কর্মসূচির পরিকল্পনা, সমন্বয় ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান করিবেন।

(১৭) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী সদস্যগণ-

(ক) নির্বাহী কমিটির সকল সভায় উপস্থিত থাকিতে ও ভোটপ্রদান করিতে পারিবেন।

(খ) নির্বাহী কমিটির বিভিন্ন পদধারীদের জন্য নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ ব্যতীত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) পর্যায়ক্রমে ০৫ নং বিধির ৪ নং উপ-বিধি অনুসারে বিভিন্ন উপকমিটিতে সভাপতিত্ব করিবেন।

৭। অনুপস্থিতি ও অন্যান্য কারণে নির্বাহী কমিটির সদস্যপদ শূন্য হওয়া।- (১) নির্বাহী কমিটির কোনো নির্বাচিত পদধারী যদি পর পর তিনটি সভায় সভাপতির অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইবে।

(২) কমিটির কোনো নির্বাচিত পদধারী পদত্যাগ করিলে, মৃত্যুবরণ করিলে, অথবা দায়িত্ব থেকে অপসারিত হইলে তাহার পদ শূন্য হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) অনুসারে কোনো পদধারীর পদ শূন্য হইলে সংশ্লিষ্ট কমিটির বাকি মেয়াদের জন্য ঐ শূন্য পদ কমিটির নির্বাহী সদস্যদের ক্রমানুসারে পূরণ করা হইবে।

৮। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্যদের অপসারণ।— (১) নির্বাহী কমিটির কোনো নির্বাচিত শিক্ষার্থী সদস্য এই গঠনতন্ত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করিলে বা নৈতিক স্খলনজনিত কোনো কার্যক্রমে অংশ নিলে, সভাপতি স্বপ্রনোদিত হইয়া কিংবা কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা বা শিক্ষার্থীর লিখিত অভিযোগ পাইলে উপ-বিধি (২) অনুসারে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অভিযোগ তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ, জ্যেষ্ঠতম ডীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হইবে। কোষাধ্যক্ষ ও আইন কর্মকর্তা যথাক্রমে তদন্ত কমিটির সভাপতি ও সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন। জেষ্ঠ্যতম ডীন শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে তাহার পরবর্তী ডীন তদন্ত কমিটির সদস্য হইবেন।

(৩) তদন্ত কমিটি সভাপতির নিকট হইতে তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত সদস্যকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে শুনানীর সুযোগ দিয়ে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন। অনিবার্য কোনো কারণে ০৭ দিনের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম শেষ করিতে না পারিলে কমিটি সভাপতির নিকট আরও ০৩ কার্যদিবস সময় বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবে। উল্লিখিত সময় শেষে তদন্ত কমিটি সভাপতির নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুসারে করা তদন্তে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, সভাপতি তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত সদস্যকে অপসারণের জন্য সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করিবেন।

(৫) সিন্ডিকেট উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত সুপারিশ অনুমোদন করিলে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত সদস্যের পদ শূন্য হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৬) তদন্ত কমিটি গঠনের তারিখ হইতে অভিযুক্ত সদস্যের পদ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিবে। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হইলে সভাপতি সাময়িক স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করিবেন।

৯। সাময়িকভাবে অনুপস্থিত নির্বাচিত পদধারীদের শূন্যপদ পূরণ।- (১) সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোনো সম্পাদক যদি তাহার মেয়াদকালে এক মাসের বেশি সময় অনুপস্থিত থাকেন, তবে সভাপতি কমিটির ০৩ জন নির্বাহী সদস্যদের মধ্য হইতে কোনো সদস্যকে অস্থায়ীভাবে ওই পদে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোনো সম্পাদক যদি এক মাসের কম সময় অনুপস্থিত থাকেন, তবে তিনি সভাপতির অনুমোদনক্রমে তাঁহার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কমিটির কোনো নির্বাহী সদস্যকে মনোনীত করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভা

১০। সভা ও কোরাম।-(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের দুই ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) সাধারণ সভা

(খ) নির্বাহী কমিটির সভা

(২) ১২ নং বিধির উপবিধি (১) এবং ১১ নং বিধির উপ-বিধি (২) অনুসারে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভা ও নির্বাহী কমিটির সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

(৩) উভয় প্রকার সভায় সভাপতির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৪) যে-কোনো আনুষ্ঠানিক সভার প্রথম কাজ হইবে একই ধরনের পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা। নিশ্চিতকৃত কার্যবিবরণীকে সঠিক রেকর্ড হিসেবে গণ্য করা হইবে।

১১। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির সভা।— (১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর যথাসম্ভব দ্রুত সভাপতি নির্বাচিত কমিটির প্রথম সভা আহবান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন হইতে উল্লিখিত সভা আহবানের মধ্যবর্তী সময় কোনোভাবে ত্রিশ দিনের বেশী হইবে না।

(২) প্রতি তিন মাসে ন্যূনপক্ষে একবার নির্বাহী কমিটির সভা আয়োজন করিতে হইবে।

(৩) নির্বাহী কমিটির সভায় কমিটির অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকিলে কোরাম পূর্ণ হইবে।

(৪) নির্বাহী কমিটির সভার তারিখের অন্তত তিন দিন পূর্বে সভার নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। তবে সভাপতি উপযুক্ত মনে করিলে জরুরি প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টার নোটিশেও নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করা যাইবে।

(৫) সভাপতি সকল সভার আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করিবেন এবং তাঁহার অনুমোদন ছাড়া কোনো নতুন বিষয় আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে না।

(৬) সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী কমিটির ন্যূনতম ১০ জন সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অনুরুদ্ধ হইলে ০৩ দিনের মধ্যে সভাপতির অনুমতিক্রমে নির্বাহী কমিটির সভার নোটিশ জারী করিবেন।

১২। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভা।— (১) যদি কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের মোট সদস্যদের মধ্য হইতে ন্যূনপক্ষে দশ শতাংশ সদস্য লিখিতভাবে সংসদের সাধারণ সভা আহবানের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করেন তাহা হইলে সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে তিন দিনের মধ্যে সাধারণ সভার নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিবেন। সাধারণ সভায় সংসদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভায় সংসদের সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন পদধারীদের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

১৩। অনাস্থা প্রস্তাব।- কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সভায় সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া নির্বাহী কমিটির অন্য যেকোনো পদধারী বা নির্বাহী সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে। অনাস্থা প্রস্তাব পাশের জন্য উপস্থিত সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হইবে। অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের পদ শূন্য হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য ঐ শূণ্যপদ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে কমিটির নির্বাহী সদস্যদের দ্বারা পূরণ করা হইবে।

১৪। সেশন।-জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সেশন কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা **হইতে** শুরু হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচন

১৫। **নির্বাচন কমিশন।- (১)** বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপকদের মধ্য হইতে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার লইয়া একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে।

(২) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগন সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে সংসদের সভাপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(৩) প্রধান নির্বাচন কমিশনার, কমিশনের অন্যান্য সদস্যের সাথে আলোচনা করিয়া, ভোটগ্রহণ পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করিবেন। রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন এবং নির্বাচন আয়োজনে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

(৪) নির্বাচন কমিশন সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আচরণ বিধিমালা প্রস্তুত করিবেন। এছাড়া, অত্র গঠনতন্ত্রের কোনো বিধির সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের স্বার্থে ১৬ নং বিধির সম্পূরক বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে যা সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে কার্যকর হইবে।

(৫) প্রধান নির্বাচন কমিশনার, কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করিয়া, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করিবেন যেখানে নির্বাচনের দিন, তারিখ, স্থান, মনোনয়নপত্র দাখিল, প্রত্যাহার ও নিরীক্ষণের তারিখ, এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখের সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকিবে।

(৬) নির্বাচন কমিশন ক্যাম্পাসে এবং একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করিবেন এবং প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের জন্য ন্যূনপক্ষে একজন রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, আবাসিক হলগুলোতে কোনো ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে না।

(৬) নির্বাচন কমিশন প্রতিটি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করিবেন এবং ১৬ নং বিধিতে বর্ণিত বিধিমালার আলোকে মনোনয়নপত্রের বৈধতা যাচাই করিবেন। নির্বাচন কমিশন কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করিলে সেই সিদ্ধান্ত ও তাহার কারণ সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্রে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন। উল্লিখিত সিদ্ধান্ত প্রদানের ০১ (এক) দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) নির্বাচন কমিশন বা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিয়োজিত রিটার্নিং কর্মকর্তা বা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যালট পেপার যাচাই বাছাই ও গণনার সময় প্রার্থী বা তার এজেন্ট উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

১৬। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি।- (১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির কোনো পদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিম্নরূপঃ-

(ক) অত্র গঠনতন্ত্রের ৪ নং বিধিতে সংজ্ঞায়িত কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের প্রতিটি সদস্য অত্র বিধিতে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ পদ ব্যতীত অন্য যেকোনো পদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(খ) সংসদের কোনো সদস্য একসাথে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ বা হল শিক্ষার্থী সংসদের একাধিক পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(২) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে নিম্নবর্ণিত মনোনয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবেঃ-

(ক) নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রত্যেক প্রার্থীর নাম একজন শিক্ষার্থী-সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত হইতে হইবে এবং অপর একজন ভিন্ন শিক্ষার্থী-সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে।

(খ) মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় প্রত্যেক প্রার্থীকে লিখিতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সম্মতি প্রদান করিতে হইবে।

(গ) একজন প্রস্তাবক ভিন্নপদের একাধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

(ঘ) কোনো মনোনীত প্রার্থী যদি তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে চান, তাহা হইলে তফসিল বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বহস্তে স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র জমা দিয়ে তা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনে ভোটগ্রহণ, ব্যালট পেপার গণনা ও ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবেঃ-

(ক) রিটার্নিং কর্মকর্তাগণ নির্বাচন পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) ব্যালট পেপার নিরীক্ষণ ও গণনার সময় প্রার্থী নিজে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন অথবা তাঁহার পক্ষে অনুমোদিত প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(গ) **রি**টার্নিং কর্মকর্তাগণ ব্যালট পেপার নিরীক্ষণ ও গণনার পর প্রতিটি কেন্দ্রের নির্বাচনের ফলাফল নির্বাচন কমিশনের নিকট পেশ করিবেন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করিবেন।

(৪) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইন অনুসারে কোনো সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষিত হইলে উক্ত সংগঠনের কোনো সদস্য কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনে ভোটার বা প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

১৭। **নির্বাচন বিষয়ে অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকরণ:** নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো আপীল নিষ্পত্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডিন, প্রক্টর, ও লিগ্যাল অফিসার-এর সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকিবে। এই কমিটি নির্বাচন সংক্রান্ত সকল অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল ব্যবস্থাপনা

১৮। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল।- (১) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ, সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি অনুসারে কোনো নিবন্ধিত কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ, এলাম নাই এবং কোনো শিক্ষানুরাগীর অনুদান সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল গঠিত হইবে।

(২) প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে কোষাধ্যক্ষ প্রারম্ভিক স্থিতিসহ বর্তমান অধিবেশনের আয়-ব্যয়ের বিবরণ প্রস্তুত করিবেন এবং তা সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) সাধারণ সম্পাদক অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকদের সহায়তায় একটি বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং দায়িত্ব নেওয়ার ২১ দিনের মধ্যে তা নির্বাহী কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবেন। বাজেট অনুমোদনের জন্য অন্তত পাঁচ দিনের নোটিশে নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করা হইবে। নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের পরই বাজেট কার্যকর হইবে।

(৪) প্রাপ্তি-রশিদ, ব্যয়ের তথ্য, তারিখ এবং ভাউচার নম্বরসহ একটি সাধারণ হিসাব বই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদক পালন করিবেন। নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি এই দায়িত্ব পালনে একজন সহকারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই হিসাব বই মাসে অন্তত একবার কোষাধ্যক্ষ বরাবর নিরীক্ষণের জন্য জমা দিতে হইবে।

(৫) কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য সম্পাদককে তাঁহাদের অনুকূলে বাজেটে বরাদ্দ অনুসারে অগ্রিম অর্থ প্রদান করিবেন। গৃহীত অগ্রিম সমন্বয়ের লক্ষ্যে সকল পদধারী প্রাপ্ত অর্থের রশিদ ও ভাউচারসহ আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করিবেন, যিনি তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন। সাধারণ সম্পাদক সকল ভাউচারসহ সমন্বিত হিসাব কোষাধ্যক্ষ বরাবর জমা প্রদান করিবেন।

(৬) কোষাধ্যক্ষ শুধু সেই সকল বিল পাস করিবেন যেগুলো ভাউচার দ্বারা সমর্থিত এবং বিভাগীয় সম্পাদক দ্বারা নথিভুক্ত এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। বিভাগীয় সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে কোনো ধরণের মতবিরোধ বা মতদ্বৈততা দেখা দিলে সেই বিষয়ে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

(৭) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নামে অগ্রণী ব্যাংকের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় একটি ব্যাংক হিসাব থাকিবে যা যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। স্বাক্ষরকারীগণ হইবেন: সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সহ-সভাপতি। কোষাধ্যক্ষসহ যেকোনো দুইজনের স্বাক্ষরে এই ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

১৯। **অডিট কমিটি।**- (১) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালককে নিয়ে একটি অডিট কমিটি গঠন করা হইবে, যা বছরে দুইবার হিসাব নিরীক্ষা করিবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদক এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন, তবে তিনি কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।

(২) নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিখিতভাবে অডিট কমিটির সভা আহ্বানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশনা দিতে পারিবে।

(৩) অডিট কমিটির রিপোর্ট নির্বাহী কমিটির কাছে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন

২০। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন।** জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনের ক্ষমতা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের উপর ন্যস্ত থাকিবে যা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫ এর ৩৮ ধারায় বর্ণিত বিধি প্রণয়নের প্রক্রিয়া অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশক্রমে চ্যান্সেলরের অনুমোদনের পর তাহা কার্যকর হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

২১। **জার্নাল ও অন্যান্য প্রকাশনা।**-কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের জার্নাল, বুলেটিন, ম্যাগাজিন, সাময়িকী বা পত্রিকার নীতিমালা ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সম্পাদনা পর্ষদ থাকিবে। প্রতিটি হল হইতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষার্থী এবং উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত দুইজন শিক্ষক উক্ত পর্ষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক এবং শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদাধিকার বলে এই সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য হইবেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি পদাধিকার বলে সম্পাদনা পর্ষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২। **কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সহায়ক কর্মচারী।**- (১) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে সংসদের সভাপতি প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী পদায়ন করিবেন।

(২) সংসদের কর্মচারীদের ছুটি, বদলী, বরখাস্ত, অব্যাহতি, অপসারণসহ সকল প্রকার শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ ও কর্মচারীদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সংসদের সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২৩। **অন্যান্য বিষয়।**—কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্রে যে সকল বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই, সেই সকল বিষয় এই গঠনতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

২৪। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।- কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্রের কোনো বিধির স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের উপর ন্যস্ত হইবে।

২৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই গঠনতন্ত্র প্রবর্তনের পর সিন্ডিকেট, এই গঠনতন্ত্রের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই গঠনতন্ত্র ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে এই গঠনতন্ত্র প্রাধান্য পাইবে।

তৃতীয় ভাগ

হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র

প্রথম অধ্যায়

হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহ

১। হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের নাম ও সংখ্যা- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হলের সকল নিয়মিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি করে হল শিক্ষার্থী সংসদ গঠিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট হলের নাম অনুসারে প্রতিটি হল শিক্ষার্থী সংসদের নামকরণ করা হইবে, যা অতঃপর হল শিক্ষার্থী সংসদ বলিয়া অভিহিত হইবে।

২। হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম।- শিক্ষার্থীদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হইলো শিক্ষার্থী সংসদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণে হল শিক্ষার্থী সংসদ নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করিবে:

(ক) বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং বক্তৃতার আয়োজন।

(খ) পাঠাগার ও ইনডোর গেমসের জন্য একটি কমনরুম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান।

(গ) সাহিত্য বিষয়ক কার্যক্রম আয়োজন এবং প্রতি বছর ন্যূনতম একটি জার্নাল বা সাময়িকী প্রকাশ।

(ঘ) নাটক, সঙ্গীত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

(ঙ) সদস্যদের মাধ্যমে সামাজিক কাজ এবং ধর্মীয় কার্যক্রম ও অনুষ্ঠান পরিচালনা।

(চ) সদস্যদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন।

(ছ) বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন।

(জ) প্রয়োজন অনুযায়ী হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত বা অনুমোদিত অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা।

৩। হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্য হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।— (১) "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়" এর যে কোনো নিয়মিত শিক্ষার্থী উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর সংশ্লিষ্ট হল শিক্ষার্থী সংসদ এর সদস্য হইবার ও সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়" এর নিম্নবর্ণিত শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর হল শিক্ষার্থী সংসদ এর সদস্য হইবার ও সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যথাঃ

(ক) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সান্ধ্যকালীন কোর্স যথাঃ- এমবিএ, ইএমবিএ, এমএড, অথবা কোনও পেশাদার/নির্বাহী বা বিশেষ মাস্টার্স কোর্স, এমফিল ও পিএইচডি বা সমমানের কোর্সসমূহ, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সসমূহ, ভাষা কোর্সসহ এ ধরনের অন্যান্য কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা,

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইন অনুসারে নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংগঠনের সদস্য,

(গ) শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বহিস্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী,

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কোনো কলেজ বা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী।

(৩) অত্র বিধির (১) নং উপ-বিধিতে উল্লিখিত শর্ত পূরণকারী সকল নিয়মিত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় এর সংশ্লিষ্ট হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হইবার যোগ্য হিসেবে গণ্য হইবেন।

(৪) কোনো নিয়মিত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহিস্কৃত হইলে, বা তাহার নাম কর্তন করা হইলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁহার নিবন্ধণ বাতিল করা হইলে বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে তাহার শিক্ষাজীবনের অবসান হইলে তিনি আর অত্র সংসদের সদস্য থাকিবার যোগ্য থাকিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে শিক্ষাজীবনের অবসান হইলে শিক্ষার্থী-জীবনের অবসান হইবার পরেও কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো শিক্ষার্থী-সদস্য ঐ কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

৪। হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যপদ বিলোপ।— (১) যেসব শিক্ষার্থীর নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা হইতে বাতিল, প্রত্যাহার বা অপসারণ করা হইয়াছে তাঁহারা হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যপদ হারাইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলে শিক্ষার্থী-জীবনের অবসান হইবার পরেও কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো শিক্ষার্থী-সদস্য ঐ কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(২) হল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হলের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করিবার কারণে হল থেকে বহিস্কৃত কোনো শিক্ষার্থী হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যপদ হারাইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটি

৫। হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির গঠন ও কার্যক্রম।- (১) প্রতিটি হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম উপ-বিধি (২) অনুসারে গঠিত ১৫ সদস্যের একটি কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

(২) কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, সংস্কৃতি সম্পাদক, পাঠাগার সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এবং ০৪ জন কার্যনির্বাহী সদস্যকে লইয়া।

(৩) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত কার্যনির্বাহী কমিটির অবশিষ্ট সকল সদস্য হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

(৪) হলের প্রভোষ্ট পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি হইবেন।

(৫) সভাপতি আবাসিক শিক্ষক/হাউস টিউটরদের মধ্য হতে একজনকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(৪) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে ৩৬৫ দিন। উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বের ৪৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। তবে, নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন না হইলে, তারা সর্বোচ্চ ৬০ দিন অথবা নতুন নির্বাচন হওয়ার পুর্ব-পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যেটি পূর্বে শেষ হইবে সেই সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন। এরপরে হল শিক্ষার্থী সংসদের সংশ্লিষ্ট কমিটি বিলুপ্ত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

৬। কার্যনির্বাহী কমিটির পদধারীদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী।-(১) হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি-

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা আহবান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ফলাফল ঘোষণার তারিখ ও উল্লিখিত সভার মধ্যবর্তী সময় কোনোক্রমেই ত্রিশ দিনের বেশি হইবে না।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(গ) সহ-সভাপতির পরামর্শক্রমে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভা আহবান করিবেন।

(ঘ) সভার আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করিবেন।

(ঙ) হল শিক্ষার্থী সংসদ চালু রাখার জন্য এই গঠনতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন যেকোনো ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(চ) জরুরি পরিস্থিতিতে উপাচার্যের অনুমোদন সাপেক্ষে যেকোনো মেয়াদের জন্য হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

(২) হল শিক্ষার্থী সংসদের কোষাধ্যক্ষ-

(ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে হল শিক্ষার্থী সংসদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিলের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং আর্থিক নীতিমালা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবেন।

(গ) হল শিক্ষার্থী সংসদের আর্থিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবেন এবং বাজেট অনুযায়ী ব্যয় হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করিবেন।

(ঘ) হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব-নিকাশ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হইতেছে কিনা, তা নিশ্চিত করিবেন।

(৩) হল শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সভাপতি-

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করিবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) মাধ্যম হিসেবে সমাজসেবা ও ক্রীড়া সম্পাদক ব্যতীত অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকদের সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিকল্পনা কোষাধ্যক্ষের কাছে উপস্থাপন করিবেন।

(ঘ) সাধারণ সম্পাদকের সহায়তায় হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রম এবং আর্থিক হিসাবের প্রতিবেদন তৈরি করবেন, যা কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হইবে।

(৪) হল শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদক-

(ক) সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে সভা আহবান করিবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি এবং হল শিক্ষার্থী সংসদের সকল সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করিবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন।

(গ) হল শিক্ষার্থী সংসদের পরবর্তী অভ্যন্তরীণ সভায় অনুমোদন ও নিশ্চিতকরণের জন্য পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করিবেন।

(ঘ) হল শিক্ষার্থী সংসদের মুখপাত্র হিসেবে সকল যোগাযোগ করিবেন।

(ঙ) হল শিক্ষার্থী সংসদের বার্ষিক বাজেট তৈরি করিবেন এবং তাহা বাস্তবায়ন তদারকি করিবেন।

(চ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সম্পদ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

(ছ) অন্যান্য সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্যদের কাজের সমন্বয়ে সহ-সভাপতিকে সহযোগিতা করিবেন।

(৫) হল শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক-

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদকের কার্যক্রমে সহায়তা করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি বা কার্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশে তিনি অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

(৬) হল শিক্ষার্থী সংসদের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক-

(ক) সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন বিতর্ক, বক্তৃতা, আলোচনা সভা এবং সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করিবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সাময়িকী প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) হল শিক্ষার্থী সংসদের ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় বোর্ডের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৭) হল শিক্ষার্থী সংসদের সংস্কৃতি সম্পাদক-

(ক) প্রতি সেশনে এক বা একাধিকবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করিবেন।

(খ) বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করিবেন।

(৮) হল শিক্ষার্থী সংসদের পাঠাগার সম্পাদক-

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের মালিকানাধীন বই এবং সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) প্রতিদিনের প্রাপ্ত সংবাদপত্র ও সাময়িকীর তালিকা প্রকাশ করিবেন।

(গ) পুরোনো বই ও সাময়িকী ইস্যু করা এবং তা ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

(ঘ) পাঠকক্ষের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৯) হল শিক্ষার্থী সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক-

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের আওতাধীন খেলাধুলা এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করিবেন।

(খ) নিয়মিত হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যদের খেলাধুলার অনুশীলন পরিচালনা করিবেন।

(গ) বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং সেই বাজেট কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(ঘ) হল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক হলের ইনডোর গেমস রুমের তত্ত্বাবধান করিবেন।

(১০) হল শিক্ষার্থী সংসদের সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক-

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের হলের সকল কার্যক্রমে অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণসহ তাদের সার্বিক কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(খ) সভাপতি ও কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্যান্য সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(গ) হলে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় কার্যক্রম এবং হলে পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয় (যদি থাকে) পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১১) হল শিক্ষার্থী সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক-

(ক) হল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপনসহ হলের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(১২) হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী সদস্যগণ-

(ক) হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(খ) হল শিক্ষার্থী সংসদের কাজে কার্যনির্বাহী কমিটির পদধারীদের সার্বিক সহযোগিতা করিবেন।

(খ) সভাপতি ও কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন যা কোনো পদধারীর জন্য নির্ধারিত নহে।

৭। **হল শিক্ষার্থী সংসদের নিকট কার্যনির্বাহী কমিটির জবাবদিহিতা।**-হল শিক্ষার্থী সংসদের যেকোনো সদস্য তিন দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত পদধারীকে তাহার দায়িত্ব সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে লিখিতভাবে প্রশ্ন করিতে পারিবেন। সংশ্লিষ্ট পদধারী সেই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী সংসদ সভায় পাঠ করিবেন, যা আলোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। তবে এই প্রক্রিয়াটি হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির মাধ্যমে পরিচালিত হইবে এবং সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে পদ শূন্য হওয়া।- (১) অনিবার্য কোনো কারণে দীর্ঘদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকাকালীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ছুটি যেমন গ্রীষ্মকালীন/শরৎকালীন/শীতকালীন অবকাশ ব্যতীত, কোনো নির্বাচিত পদধারী এক সেশনে দশ সপ্তাহের বেশি সময় অনুপস্থিত থাকিলে, তিনি তাহার পদ থেকে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। এহেন পরিস্থিতিতে, হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্যদের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন কার্যনির্বাহী সদস্যকে উক্ত পদধারীর সকল দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(২) হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির পূর্বানুমতি ছাড়া কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো পদধারী পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং সেক্ষেত্রে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি তাহার স্থলে কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্যদের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন কার্যনির্বাহী সদস্যকে উক্ত পদধারীর সকল দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(৩) কোনো নির্বাচিত শিক্ষার্থী সদস্যের নিয়মিত ছাত্রত্ব শেষ হইলে তার পদশূন্য হইয়াছে মর্মে গন্য করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি তাকে স্বপদে বহাল থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৪) যে সকল শিক্ষার্থী সদস্যের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা হইতে বাতিল করা হইয়াছে এবং তাহা দুই মাসের মধ্যে পুনর্বহাল করা হয় নাই, উক্ত সময় শেষে তাহাদের পদ শূন্য হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

৯। হল শিক্ষার্থী সংসদের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিস্পত্তি।— হল শিক্ষার্থী সংসদের কোনো সদস্য সংসদের কোনো সম্পদ ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা অবহেলাজনিত কারণে হারাইয়া ফেলিলে অথবা হল শিক্ষার্থী সংসদের কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, সহ-সভাপতি তাহা কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট অভিযোগ আকারে উপস্থাপন করিতে পারিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি অভিযোগের ভিত্তিতে করণীয় পদক্ষেপ নির্ধারণ করিবে।

১০। হল শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির পদধারী অপসারণ।- (১) হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো নির্বাচিত শিক্ষার্থী সদস্য এই গঠনতন্ত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করিলে বা নৈতিক স্খলনজনিত কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিলে, সভাপতি স্বপ্রনোদিত হইয়া কিংবা কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা বা শিক্ষার্থীর লিখিত অভিযোগ করিলে তিনি তা তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি কর্তৃক উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রেরিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর ২য় ভাগের ০৮ নং বিধি অনুসারে উল্লিখিত অভিযোগটি তদন্ত ও নিস্পত্তি করা হইবে।

১১। অনাস্থা প্রস্তাব।- সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত অন্য যেকোনো পদধারী বা কার্যনির্বাহী সদস্য, বা পুরো কার্যনির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা বা নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে। অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট হল শিক্ষার্থী সংসদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত সমর্থন থাকিতে হইবে। হল শিক্ষার্থী সংসদের মোট সদস্যের অন্তত অর্ধেক উপস্থিত থাকিলে অনাস্থা প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনা ও ভোটগ্রহণের জন্য আহ্বানকৃত সভাটি বৈধ বলিয়া গন্য হইবে। উপস্থিত সদস্যদের মধ্য হইতে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট প্রদান করিলে তা পাশ হইবে। যাহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইবে, তাহাদিগকে অনাস্থা প্রস্তাব পাশের সাথে সাথেই তাহাদের পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। অনাস্থা প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনা ও ভোটগ্রহণের জন্য ন্যূনতম সাত দিন সময় দিয়ে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
হল শিক্ষার্থী সংসদের সভা

১২। হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাসমূহ।- (১) হল শিক্ষার্থী সংসদের দুই ধরনের সভা হইবে, যথাঃ-

(ক) প্রকাশ্য সভা - যার মধ্যে বিতর্ক, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং

(খ) অভ্যন্তরীণ সভা যা কেবল হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে।

(২) যেকোনো আনুষ্ঠানিক সভার প্রথম কাজ হইবে একই ধরনের পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা। নিশ্চিতকৃত কার্যবিবরণীকে সঠিক রেকর্ড হিসেবে গণ্য করা হইবে।

(৩) হল শিক্ষার্থী সংসদের সকল সভায় সংসদের সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে কোষাধ্যক্ষ হল শিক্ষার্থী সংসদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) হল শিক্ষার্থী সংসদ বা তাহার কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় যিনি সভাপতিত্ব করিবেন, তাহাকে সেই সভার চেয়ারম্যান বলা হইবে।

(৫) চেয়ারম্যান হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে এই গঠনতন্ত্রে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, সেই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৬) প্রকাশ্য সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না, তবে বিতর্ক সভার জন্য ন্যূনপক্ষে ৫০ জন সদস্যের কোরাম অবশ্যই নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৭) সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৮) হল শিক্ষার্থী সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটি বা হল শিক্ষার্থী সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত তিন মাসের মধ্যে পুনর্বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা যাইবে না, যদি না সেটি সভাপতির কোনো নোটিশের মাধ্যমে অথবা হল শিক্ষার্থী সংসদের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া পুনর্বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়।

১৩। **হল শিক্ষার্থী সংসদের অভ্যন্তরীণ সভা।**- (১) হল শিক্ষার্থী সংসদের অভ্যন্তরীণ সভার জন্য ০৮ জন সদস্যের কোরাম প্রয়োজন হইবে।

(২) যদি হল শিক্ষার্থী সংসদের কমপক্ষে ০৫ জন সদস্য বা মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য এর মধ্যে যেটি কম সেই সংখ্যক সদস্য স্বাক্ষর করে অভ্যন্তরীণ আলোচনা সভার জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে সভাপতি সভার নোটিশ প্রদানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশনা প্রদান করিবেন। নোটিশ অবশ্যই সভার দুই দিন পূর্বে প্রদান করিতে হইবে। তবে স্থগিতকৃত সভার জন্য কোনো নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

১৪। অভ্যন্তরীন সভায় আলোচনার পদ্ধতি।- (১) সভার প্রতিটি প্রস্তাব অবশ্যই একজন শিক্ষার্থী সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। সমর্থন না পাইলে প্রস্তাবটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোনো সদস্য একটি প্রস্তাবের বিষয়ে একবারের বেশি বক্তব্য দিতে পারিবেন না। তবে, প্রস্তাবকারী ভোটের আগে তাহার প্রস্তাবের উপর অন্যান্য সদস্যদের প্রশ্ন ও আলোচনার জবাব দেওয়ার সুযোগ পাইবেন।

(৩) মূল প্রস্তাবের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে। সংশোধনী দেওয়ার আগে যাহারা মূল প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা সংশোধনী প্রস্তাবের ওপরও বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন। সংশোধনী নিয়ে আলোচনার পর, প্রস্তাবকারী ভোটের পূর্বে তাহার প্রস্তাবের পক্ষে জবাব দেওয়ার সুযোগ পাইবেন।

(৪) চেয়ারম্যান সংশোধনী এবং মূল প্রস্তাব পড়িয়া শোনাইবেন এবং প্রশ্ন করিবেন, "প্রস্তাবটি সংশোধিত হইবে কি না?" যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বিরোধিতা করেন, সংশোধনী টি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং মূল প্রস্তাবের আলোচনা অব্যাহত থাকিবে।

(৫) সংশোধনী গ্রহণ করা হইলে সংশোধিত প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। তবে, যে সকল সদস্য পূর্বে বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন, তাহারা পুনরায় বক্তব্য দিতে পারিবেন না। কেবল প্রস্তাবকারী, তাহার বক্তব্যের আগে সংশোধনী বিষয়ে জবাব দেওয়ার সুযোগ লাভ করিবেন।

(৬) যদি কোনো সদস্য আলোচনা করিতে চান, তাহা হইলে তাহাকে বক্তৃতা শেষ হইবার পর তাহার স্থান হইতে দাঁড়াইয়া বক্তব্য প্রদান করিতে হইবে। একাধিক সদস্য আলোচনা করিতে আগ্রহী হইলে, কে প্রথমে বক্তব্য প্রদান করিবেন, তাহা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৭) সংসদের অন্যান্য সদস্যদের মতো চেয়ারম্যানও প্রস্তাব বা সংশোধনী উত্থাপন এবং সভায় বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) আলোচনা চলাকালে কোনো সদস্য যে কোনো সময় চেয়ারম্যানের কাছে পয়েন্ট অব অর্ডার (নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ) তুলিতে পারিবেন। যদি অন্য কোনো সদস্য বক্তৃতা প্রদান করার সময় পয়েন্ট অব অর্ডার উত্থাপিত হয়, তবে বক্তাকে বক্তৃতা থামাইতে হইবে যতক্ষণ না চেয়ারম্যান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। চেয়ারম্যান কর্তৃক পয়েন্ট অব অর্ডারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ এখতিয়ার থাকিবে। চেয়ারম্যান প্রয়োজনে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বা অন্য কোনো সদস্যের অনুরোধে বক্তব্যরত সদস্যকে থামিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন। যদি নির্দেশপ্রাপ্ত সদস্য চেয়ারম্যানের আদেশ উপেক্ষা করেন, তবে চেয়ারম্যান তাহাকে বসিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন। নির্দেশ অমান্য করিলে চেয়ারম্যান সেই সদস্যকে অভিযুক্ত ঘোষণা করিয়া সভা থেকে বরখাস্ত করিতে পারিবেন। বরখাস্তকৃত সদস্যকে সঙ্গে সঙ্গেই সংসদ প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিতে হইবে।

(৯) কোনো প্রস্তাব বা সংশোধনী ভোটের জন্য উপস্থাপন করা হইলে, চেয়ারম্যান সদস্যদের মতামত জানিতে হাত তোলার মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করিবেন এবং ফলাফল ঘোষণা করিবেন। যদি কোনো সদস্য উক্ত ফলাফলে সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি তার স্থানে দাঁড়িয়ে বিভক্তি ভোটের দাবি তুলিতে পারিবেন। চেয়ারম্যান সেক্ষত্রে 'হ্যাঁ' পক্ষের জন্য দুটি এবং 'না' পক্ষের জন্য দুটি গণনাকারী নির্বাচন করিবেন। গণনাকারীরা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, এবং ভোট দিতে ইচ্ছুক সদস্যরা তাহাদের আসন থেকে উঠিয়অ গিয়া যে পক্ষের সঙ্গে ভোট দিতে চান, সে পক্ষের গণনাকারীর নিকট গিয়ে দাঁড়াইবেন। ভোটগ্রহণ ও গণনা শেষে গণনাকারীরা তাহাদের আসনে ফিরিয়া যাইবেন এবং প্রতিটি পক্ষের ভোট সংখ্যা কাগজে লিখিয়া চেয়ারম্যানের নিকট জমা দিবেন এবং সভাপতি ফলাফল ঘোষণা করিবেন এবং সভা মুলতবি করিবেন।

(১০) হ্যাঁ ভোট এবং না ভোটের সংখ্যা সমান হইলে চেয়ারম্যান নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন।

১৫। হল শিক্ষার্থী সংসদের বিতর্ক সভা।- (১) বিতর্ক সভা সাধারণত পাক্ষিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) বিতর্কের বিষয় বিতর্ক সভার কমপক্ষে দুই দিন পূর্বে নোটিশ আকারে জানানো হইবে এবং এই নোটিশে সভাপতির প্রতিস্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

১৬। বিতর্ক সভায় আলোচনা পদ্ধতি।- (১) বিতর্ক সভায় কোনো বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে ১৪ নং বিধির (১), (৮) এবং (৯) নং উপ-বিধি প্রযোজ্য হইবে।

(২) বিতর্কে প্রস্তাবের জন্য সংশোধনী প্রস্তাব করিতে দাবীদার সদস্যকে প্রথমে তাহা লিখিতভাবে চেয়ারম্যানের নিকট জমা দিতে হইবে এবং চেয়ারম্যানের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। চেয়ারম্যান উপযুক্ত মনে করিলে অপ্রয়োজনীয় বা ভিত্তিহীন সংশোধনী বাতিল করিবেন।

(৩) যদি আলোচনা অতিদীর্ঘ হইয়া যায়, তাহা হইলে চেয়ারম্যান সংসদের পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া বক্তৃতার সময় সীমিত করিতে পারিবেন। তিনি আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করিয়া প্রস্তাবককে জবাব প্রদানের জন্য আহ্বান করিতে পারিবেন, অথবা আলোচনাটি পরবর্তী সভার জন্য মুলতবি করিতে পারিবেন।

(৪) বিতর্ক শেষে চেয়ারম্যান প্রস্তাবের শর্তগুলো পাঠ করিবেন এবং ১৪ নং বিধির (৯) নং উপ-বিধি অনুসরণ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল

১৭। হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল।—(১) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ, সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি অনুসারে কোনো নিবন্ধিত কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ, সংশ্লিষ্ট হলের অ্যালাইনমেন্ট এবং কোনো শিক্ষানুরাগীর অনুদান লইয়া হল শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল গঠিত হইবে।

(২) হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও হল শিক্ষার্থী সংসদের সহ-সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে হল সংসদের তহবিল পরিচালিত হইবে।

১৮। হল শিক্ষার্থী সংসদের বার্ষিক বাজেট।- (১) কার্যনির্বাহী কমিটি একটি ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুত করিবে এবং তাহা দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে সংসদের সামনে উপস্থাপন করিবে। আহবানকৃত

(২) বাজেট সভার কমপক্ষে দুই দিন আগে খসড়া বাজেট নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিতে হইবে। বাজেট পর্যালোচনার জন্য সংসদের আহবানকৃত সভায় সদস্যরা বাজেটে পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রস্তাব দিতে পারিবেন। সভাপতি এই প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করিবেন এবং তাহা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত এবং গৃহীত বাজেট ওই সেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট হল শিক্ষার্থী সংসদের চূড়ান্ত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) ঢাকার বাইরে কোনো হল টিম পাঠানো বা ঢাকায় আসা অন্য কোনো টিমকে আপ্যায়নের জন্য যে কোনো অতিরিক্ত অর্থ, এমনকি তা বাজেটে উল্লেখ থাকলেও, সভাপতির বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত ব্যয় করা যাইবেনা।

১৯। হল শিক্ষার্থী সংসদের অডিট কমিটি।— হল শিক্ষার্থী সংসদের হিসাব নিরীক্ষণের জন্য একটি অডিট কমিটি গঠন করা হইবে। কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত হল সভাপতি কর্তৃক মনোনীত তিন জন আবাসিক শিক্ষককে লইয়া অডিট কমিটি গঠিত হইবে। তিন জনের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠতম তিনি কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন। এই কমিটি তাঁহাদের প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা সভাপতির নিকট জমা দিবেন এবং সভাপতি তা কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় মতামতের জন্য উপস্থাপন করিবেন। এরপর কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

হল শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচন

২০। হল শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনী বিধি।- (১) হল শিক্ষার্থী সংসদের নিয়ম অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট হলের আবাসিক, অনাবাসিক এবং সংযুক্ত প্রতিটি নিয়মিত শিক্ষার্থী সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের পদ ব্যতীত অন্য যেকোনো পদে প্রার্থী হইতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রার্থী একইসাথে একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

(২) নির্বাচনে প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক সদস্যকে অপর একজন শিক্ষার্থী সদস্যের দ্বারা প্রস্তাবিত হইতে হইবে এবং ঐ প্রস্তাব ভিন্ন একজন শিক্ষার্থী সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে সমর্থিত হইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র জমা প্রদানের সময় নির্বাচনে প্রার্থিতা করিতে লিখিত সম্মতি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) একজন শিক্ষার্থী সদস্য ভিন্ন ভিন্ন পদের একাধিক প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং একই কথা প্রস্তাব সমর্থনকারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৫) হল সংসদের সভাপতি কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনের তফসিলের সাথে মিল রেখে হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন আয়োজনের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিবেন এবং আবাসিক শিক্ষকদের মধ্য হইতে একজনকে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(৬) প্রার্থীরা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা প্রদান করিবেন।

(৭) রিটার্নিং কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাচনের তফসিলের সাথে মিল রেখে মনোনয়নপত্র নিরীক্ষণ ও যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থান ঘোষণা করিবেন।

(৮) রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করিবেন এবং যেকোনো আপত্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। যদি কোনো মনোনয়নপত্র বিধি-বিধান অনুযায়ী বৈধ না হয়, তাহা হইলে সেটি বাতিল করিবেন। বাতিল করার সিদ্ধান্ত তিনি মনোনয়নপত্রে উল্লেখ

করিবেন এবং বাতিলের কারণ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে অবহিত করিবেন। সংক্ষুব্ধ প্রার্থী উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির নিকট একদিনের মধ্যে আপিল করিতে পারিবেন। আপীলে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে।

(৯) যেই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তিনি চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর স্বহস্তে স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(১০) ব্যালট পেপার নিরীক্ষণ ও গণনার সময় নির্বাচনের প্রার্থীরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন অথবা অনুমোদিত কোনো এজেন্টকে রাখিতে পারিবেন।

(১১) রিটার্নিং কর্মকর্তা ব্যালট পেপার নিরীক্ষণ ও গণনার ফলাফল হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি বরাবর জমা দেবেন এবং সভাপতি ফলাফল ঘোষণা করিবেন।

(১২) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের তিন কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো আপত্তি সভাপতির কাছে দাখিল করা যাইবে। সভাপতি উক্ত আপত্তি নিস্পত্তির জন্য ২য় ভাগের ১৭ নং বিধি অনুসারে গঠিত নির্বাচন বিষয়ক অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন, কমিটি উল্লিখিত বিধি অনুসারে আপত্তিটি নিস্পত্তি করিবেন যা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইন অনুসারে কোনো সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষিত হইলে উক্ত সংগঠনের কোনো সদস্য হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের নির্বাচনে ভোটার বা প্রার্থী হইবার ও থাকিবার অযোগ্য হইবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হল শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন

২১। হল শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন।-যেই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাইবে সেই একই প্রক্রিয়া হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

২২। হল সাময়িকী।- হল সাময়িকী প্রকাশের জন্য সাহিত্য সম্পাদকের প্রতিবেদন অনুসারে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি একটি সম্পাদনা পর্ষদ গঠন করিবেন। পর্ষদে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্য হইতে একজন সম্পাদক ও একজন যুগ্ম সম্পাদক থাকিবেন। সভাপতি পদাধিকার বলে পর্ষদের প্রধান হইবেন এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদাধিকার বলে পর্ষদের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

২৩। ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় ও ব্যবহার।- (১) প্রতিটি সেশনের শুরুতে ক্রীড়া সম্পাদক তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্পর্কিত একটি তালিকা কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে উপস্থাপন করিবেন। এই তালিকার সঙ্গে কোষাধ্যক্ষের সনদও থাকবে, যাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে যে, তালিকাভুক্ত সমস্ত সামগ্রীর জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রয়েছে।

(২) সভাপতি, ক্রীড়া সম্পাদকের সহায়তায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দরপত্র আহবান করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত দরপত্র অনুমোদন করিবেন। ক্রয়কৃত সকল ক্রীড়া সামগ্রী সংসদের সিল মারিয়া হল সংসদের সভাপতির কার্যালয়ে জমা দেওয়া হইবে। হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি স্টক বইতে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সম্পাদকের এন্ট্রিগুলো পরীক্ষা করিবেন। প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রীড়া সম্পাদকদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে। ক্রয় আদেশ অবশ্যই ক্রীড়া সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৩) হল শিক্ষার্থী সংসদের ক্রীড়া সামগ্রী ব্যবহারের পর ক্রীড়া সম্পাদকের নিকট ফেরত দিতে হইবে।

২৪। হলের অধিনায়ক নির্বাচনের পদ্ধতি।- (১) হলের প্রতিটি দলীয় অধিনায়ক হলের প্রতিটি প্রতিযোগিতা, প্রীতি ও অনুশীলন ম্যাচে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের একটি তালিকা রাখিবেন। মৌসুম শেষে, তিনি সভাপতির কাছে খেলোয়াড়দের পূর্ণ তালিকা জমা প্রদান করিবেন, যেখানে উল্লেখ থাকিবে যে কাহারা প্রতিযোগিতা ও প্রীতি ম্যাচে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং কাহারা কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ অনুশীলন ম্যাচে অংশগ্রহণ করিয়াছেন।

(২) হল শিক্ষার্থী সংসদের যে সকল খেলোয়াড় নিয়মিত প্রতিযোগিতা ম্যাচ ও প্রীতি ম্যাচে অংশগ্রহণ করিবেন বা কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ অনুশীলন ম্যাচে অংশগ্রহণ করিবেন তাহাদের প্রত্যক্ষ ভোটে নতুন মৌসুমের জন্য হলের দলীয় ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হইবেন।

(৩) যদি কোনো অধিনায়ক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তালিকা জমা না দেন, তাহা হইলে সভাপতি প্রয়োজনীয় তথ্য অনুসন্ধান শেষে যোগ্য খেলোয়াড়দের নাম উল্লেখ করিয়া একটি তালিকা প্রকাশ করিবেন।

(৪) খেলোয়াড়রা সংসদের ক্রীড়া সামগ্রী ব্যবহার করিবেন এবং খেলা শেষে সেইগুলো সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের কাছে ফেরত প্রদান করিবেন।

২৫। অন্যান্য বিষয়।—হল শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্রে যে সকল বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নাই, সেই সকল বিষয় এই গঠনতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

২৬। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।- হল শিক্ষার্থী সংসদের গঠনতন্ত্রের কোনো বিধির স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২৭। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই গঠনতন্ত্র প্রবর্তনের পর সিন্ডিকেট, এই গঠনতন্ত্রের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই গঠনতন্ত্র ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে এই গঠনতন্ত্র প্রাধান্য পাইবে।